চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ সাময়িক পত্রের দর্পণে বরাক উপত্যকার সমাজচিত্র ঃ

যে কোন জায়গার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি, এবং অঞ্চলগত প্রবণতার অন্যতম বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক সাময়িক পত্র।[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই বরাক উপত্যকায় সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতা আছে অক্ষুণ্ণ। এখানে তুলে ধরব বরাক উপত্যকার চরিত্রটি-যে চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে বরাক উপত্যকার সাময়িক পত্রে। কয়েকটি ভাগে এই আলোচনা বিন্যস্ত হবে, যেমন সাহিত্য, কৃষি ও শিল্প, ধর্ম ও লৌকিক সংস্কার এবং রাজনীতি।

সাহিত্য ঃ

বরাক উপত্যকার পত্র-পত্রিকার মধ্যে সাহিত্য-চর্চার প্রয়াসের প্রাচুর্য বিদ্যমান। শুধুমাত্র সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যাই অগণিত, শুধু কবিতা বা প্রবন্ধ অথবা শুধু গল্পকে অবলম্বন করে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা প্রচুর। এই সাহিত্য পত্রিকাগুলির নামকরণের মধ্যেও রয়েছে সাহিত্যের পরশ- সুরমা, নবযুগ, শ্রীভূমি, সাহিত্য, অনিশ, শতক্রতু, প্রতিস্রোত, সম্ভার, ভবিষ্যত, বিজয়িনী, সাহিত্য সম্ভার ইত্যাদি।[২]

সত্তর-আশির দশকে উপত্যকার সাহিত্য নানা শাখায় পল্লবিত-পুষ্পিত হয়েছে সাময়িক পত্রগুলিকে আশ্রয় করে। আশির দশকের আগে পর্যন্ত বরাক উপত্যকার বেশির ভাগ সাময়িক পত্র বের হয়েছে শহরাঞ্চল থেকে। আর আশির দশকে এসে বরাকের সাহিত্যের এক বিরাট বাঁক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যে কোনও জাতির ইতিহাসে কোনও বড় ঘটনা বা আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টিশীল মানুষদের নাড়া দিয়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে। ১৯৬১ এর ১৯ মে বাংলা ভাষা আন্দোলনে রক্তস্নাত হয় বরাক উপত্যকা। পুলিশের গুলিতে ঝরে পড়ে এগারোটি তরুণ তাজা প্রাণ। বরাকের এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে গ্রামাঞ্চলের কিছু তরুণের পক্ষেও উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে থাকা সম্ভব হয়নি। এদের ক্ষুরধার লেখনী সাহিত্য জগতে নিয়ে এসেছিল এক নতুন মাত্রা। কুখ্যাত ভাষা সার্কুলার, ভাষা সার্কুলারের

বিরুদ্ধে আওয়াজ, উগ্র জাতীয়তাবাদীদের দাপাদাপি, ছিয়াশির পাঁচ এপ্রিল শিলচরে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, একাদশ ভাষা শহিদ, একুশে জুলাই করিমগঞ্জে জগন্ময়-যিশুর আত্মাহুতি, পুলিশি আতিশয্য– এ সময়ে সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছিল সচেতন-সজাগ দৃষ্টির, লেখনীর মাধ্যমে ভাষাশহিদের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা। তাই গ্রামাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলিতেও প্রতিফলিত হয়েছে বিদ্রোহ সচেতনতা। প্রথম গ্রাম থেকে বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ প্রবন্ধ ও কবিতার ডালি সাজিয়ে বের হয়েছে 'কলিযুগ' (১৯৮৬)। এরপর 'খেলাঘর','চম্পাকলি', 'প্রবাহ','অনির্বাণশিখা' আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এবং নব্বইয়ের দশকেও ,উনিশে মে, একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে জুলাইতে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এসব সাময়িকপত্রের সম্পাদকদের চেতনা-গ্রহে অবিরাম আবর্তিত হয়েছে উনিশ-একুশ। ভাষাশহিদ সংখ্যাগুলোতে উনিশ-একুশের চেতনা সম্পদকেই পদ্যে-গদ্যে তাঁরা আত্মস্থ করতে চেয়েছেন–তাদের বিদ্রোহী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যের পাতায়।বর্তমান সময়ে ১৯৬১ র ভাষা আন্দোলন নিয়ে একাদশ শহিদ স্মরণে প্রকাশিত সাময়িকীগুলির মধ্যে অন্যতম হল মিতা দাস পুরকায়স্থের সম্পাদনায় 'রক্তিম দিগন্ত', রাজীব কর সম্পাদিত 'বর্ণমালার রোদ্দুর' শহীদ স্মারক সমিতি, বারইগ্রামের 'বীক্ষণ' এবং মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতি, শিলচরের 'মাতৃভাষা'।

যেগুলি প্রধানত সংবাদপত্র সেগুলির মধ্যেও দেখা যায় সাহিত্য-চর্চার ঝোঁক। বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে যে সমস্ত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ বিশেষ কোন লক্ষণ- যা অঞ্চল বিশেষের পরিচয় চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, সে রকম কোন ঝোঁক পত্র-পত্রিকাগুলির সাহিত্য-চর্চার মধ্যে লক্ষ করা যায় না। তবে অনেক সময় কোন বিশেষ জায়গা বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায়। যেমন বরাক উপত্যকার চা বাগান অধ্যুষিত অঞ্চলের গল্প-কবিতা-উপন্যাসের মধ্যে চা শ্রমিকদের জীবনকে কেন্দ্র করে গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ লক্ষ করা যায়। অন্যান্য অঞ্চলে সাহিত্যের সর্বভারতীয় চেহারাই লক্ষ করা যায়। বরাক উপত্যকার সর্বত্র তার যে রূপ শিলচর-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দিতেও তাই।

কৃষি ও শিল্প ঃ

বরাক উপত্যকায় কৃষি ও শিল্পের প্রাধান্য রইলেও সে পরিমাণে কৃষি-শিল্প বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পায়নি। স্বাধীনতার আগে ১৯৩৭ সালে শুধুমাত্র একটি কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা'কৃষক' প্রকাশ পায় হুরমত আলি বড় লস্করের সম্পাদনায়।[৩] শিল্প বিষয়ক সাময়িক পত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আর্ট ইকো', গৌরশঙ্কর নাথ সম্পাদিত 'চারুকলা',এবং মেঘালি গোস্বামী সম্পাদিত 'ক্যানভাস'। স্বতন্ত্র কৃষি-শিল্প বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বরাক উপত্যকায় খুব বেশি প্রকাশ না পেলেও এই উপত্যকার দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে সপ্তাহের বিশেষ দিনে কৃষি-শিল্প বিষয়ক বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ পায়।

ধর্ম ও লৌকিক সংস্কার ঃ

সর্বত্রই ধর্ম বিষয়টিকে দুটি রূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। ধর্মগ্রন্থে ধর্মের যে শাস্ত্রীয় রূপটি আছে, তা বিশেষভাবে শিক্ষিত শ্রেণীর উপলব্ধিগত। ধর্মের লোকাচারের দিকটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে গৃহীত। বরাক উপত্যকার অল্পসংখ্যক প্রকাশিত ধর্ম বিষয়ক সাময়িক পত্রে এই দুটি দিকেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপত্যকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে মুসলিম শাসনকালে সম্প্রসারিত হয়েছে ইসলাম ধর্ম। কিন্তু এই উপত্যকায় ধর্মীয় সংঘাত কোনদিনই খুব বেশি মাথা তোলেনি।

হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মের সম্প্রদায় থেকে ধর্মীয় সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। যেমন গৌরবগাঁথা, উন্মোচন, নেদায়ে দ্বীন, আল-ইত্তিহাদ, আল-হিলাল ইত্যাদি। এই উপত্যকার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার মধ্যেই ধর্মীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বাভাবিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য বিঘ্নিত করে এধরণের সংবাদ বা নিবন্ধ প্রকাশ পায়নি.। এবং বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে এ উপত্যকায় প্রথমাবধি ধর্মক্ষেত্রে যে সহাবস্থান বজায় রয়েছে, তা এখনও বিদ্যমান।

একটি অঞ্চল গড়ে ওঠে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি তার জন-জাতিগুলিকে নিয়ে। বাগদি, ডোম, মালাকার, পাটনি, জেলে এবং অন্যান্য আদিবাসী ও উপজাতি কিছু সংখ্যক মানুষও বরাক উপত্যকায় আছেন এবং সেই সঙ্গে আছেন বিপুল সংখ্যক দরিদ্র কৃষক ও চা শ্রমিক শ্রেণী।[৪] অর্থনৈতিকভাবে যারা নিম্নবর্গের মানুষ তাঁদের ধর্মীয় লোকাচার প্রায়শই জীবিকা-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে মিশে যায়।

কৃষি প্রধান বরাক উপত্যকায় নবান্ন, শস্যকার্তিক পূজা, আই বা রাখাল সেবা যার স্থানীয় নাম ভোলা সংক্রান্তি, ফুলকর, টুসু প্রভৃতি প্রধান উৎসব। লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে পুজো ও মেলা বরাক উপত্যকায় অনুষ্ঠিত হয়। শিবের গাজন, মনসার ভাসান, ও বরাক উপত্যকার চা বাগিচা অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের একটি বহুপূজিতা লৌকিক শষ্যদেবী টুসু-কে নিয়ে উৎসব খুবই প্রচলিত আছে বরাক উপত্যকায়।[৫] কিন্তু লৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত ছড়া, পাঁচালি, কবিতা ও গান শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রে ততটা স্থান নিতে পারে নি।

রাজনীতি ঃ

রাজনীতির আকাশ বর্তমানে এতই প্রসারিত যে এর আওতা থেকে কেউই বোধহয় বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বিশেষত জাতীয় স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরেই পত্র-পত্রিকাগুলির বেশ কিছু পৃষ্ঠা বা কলাম জুড়ে থাকে রাজনৈতিক বিষয়। সাহিত্য পত্রিকাগুলিকে বাদ দিলে অধিকাংশ সংবাদপত্রই রাজনৈতিক পর্যালোচনা বা সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। বরাক উপত্যকা তার ব্যতিক্রম নয়। এই উপত্যকার পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষ কোন মতাদর্শের অনুগামী পত্রিকা ছাড়াও যে সমস্ত পত্রিকাগুলি রয়েছে, সেগুলিও রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকাই তাদের কভারেজের মধ্যে স্থানীয় বিষয় ছাড়াও জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। টু জি স্পেকটাম থেকে কয়লা কেলেঙ্কারি কোন কিছুই বরাক উপত্যকার পত্রিকার পৃষ্ঠা দখলে পিছপা নয়। অবশ্য একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না, জাতীয় স্তরের যে সমস্ত রাজনৈতিক

তৎপরতা দেখা যায় তা রাজ্য বা স্থানীয় স্তরেরই ছায়ামাত্র। স্থানীয় রাজনৈতিক বিষয়ে সংবাদ বা তথ্য পরিবেশিত হলেও এই উপত্যকার রাজনৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে কিছু ধরা পড়ে বলে আমাদের মনে হয়নি।

পরিশেষে বলা যায়, বরাক উপত্যকা থেকে বিপুল সংখ্যক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। এবং এগুলি সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি এক কথায় সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিই হয়ত এই পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে স্থান পেয়ে থাকে। কিন্তু সচেতনভাবে এবং ধারাবাহিক ও সামগ্রিকভাবে সামাজিক দর্পণ হিসেবে প্রতিফলিত করবার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। এই উপত্যকার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কি, অধিকাংশ মানুষের জীবিকার মূলসূত্র কি কি, বা যেহেতু উপত্যকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ প্রায় ৫৯ টি কলেজ এবং বহুসংখ্যক স্কুল আছে, সে হিসেবে শিক্ষার হার বা তার প্রভাব কতটা অতি প্রাচীন এই উপত্যকায় আধুনিকতার ছাপ পড়লেও সেভাবে কোন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কেন গড়ে ওঠেনি বা ঠিক আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি কেন, এখানকার জাতিগত বৈশিষ্ট্য কী— এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কোন ধারাবাহিক বা বিচ্ছিন্নভাবেও আলোচনা নজরে আসে না, যা এ উপত্যকা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হয়। অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত এ উপত্যকা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও ইতিহাসও লেখা হয়ে ওঠেনি সংবাদপত্রে। যা হয়েছে,যতটুকু হয়েছে, তা কখনই সম্পুর্ণ বলা যাবে না। এর ফলে হারিয়ে যাচ্ছে এ উপত্যকার বহু পুরাতন নিদর্শন, যা অতীতের হয়ে কথা বলতে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। যেমন হারিয়ে গেছে এ উপত্যকার স্বাধীনতার পূর্বের পত্রিকাগুলি যা এ উপত্যকার ইতিহাস রচনায় সৃষ্টি করবে আর একটি বিরাট অসম্পুর্ণতা।

****

উল্লেখপঞ্জি

১. কবিতা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের সাময়িক পত্রঃ মননের দর্পণ, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ.-১৫৩

২. জহর কান্তি সেন, বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যঃসূচনা থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব কাল, শিলচর, আসাম কলেজ শিক্ষক সংস্থা, ৪৯ তম বার্ষিক অধিবেশন, ২০০০, পৃ.-১৮

৩. রমা পুরকায়স্থ, বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা, মেদিনীপুর, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০৫, পৃ.-৬৬

৪. ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, অবিভক্ত কাছাড়ের জনবিন্যাস , শিলচর, সৃজন গ্রাফিক্স এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ২০১০, পৃ.-২৮

৫. শিবতপন বসু, বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি, ২০০১, পৃ.-২২৪-২২৭

****